দৈনিক
আমাদের সময়

20 JAN 2017

ভুল যখন পাঠ্য

ইকবাল খন্দকার

আগামী বছর আর ভুলত্রুটি থাকবে না।' আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের কথা বিশ্বাস করতে চাই। আর বিশ্বাস করেই অপেক্ষা করতে চাই আগামী বছরের জন্য। আশা করি তিনি আমাদের বিশ্বাস রক্ষা করবেন। আর ভুল পড়া, ভুল জানা থেকে মুক্তি দেবেন আমাদের আগামী প্রজন্মকে

আমি আমার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেই পড়াশোনা করেছি। সেটি আশির দশকের কথা। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, 'আজ বই দেবে', এমন আশ্বাস আর গুজব শুনে শুনে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিনই স্কুলে যেতাম। কিন্তু বই পেতাম না। পেতাম নতুন নতুন 'ডেট'। ফেব্রুয়ারি আসি আসি করছে– এমন অবস্থায় কোনো একদিন বই হয়তো পেতাম ঠিকই, তবে আমাদের মুখে হাসি ফুটত না। কারণ দুটো বই নতুন দেওয়া হলেও বাকিগুলো দেওয়া হতো পুরনো। আর পুরনোগুলোর অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল, হাতে নেওয়া যেত না। বাসায় এনে উল্টেপাল্টে দেখার আগেই মেরামত করাটা নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ত। এখন সেই অবস্থা আর নেই। এখন নতুন বইয়ের আশায় কোনো শিশুকেই দিনের পর দিন স্কুলে যেতে হয় না। নির্দিষ্ট দিনেই তারা বই পেয়ে যায়। তাও আবার সবগুলো নতুন বই। পুরনো কিংবা আধাছেঁড়া নয়। সত্যি, এটি উদযাপন করার মতো একটা ব্যাপার। আমরা উদযাপন করার প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই সামনে চলে এলো এমন একটি বিষয়, যা লজ্জায় আমাদের মাথা নিচু করে দিয়েছে। জি, বলছিলাম পাঠ্যপুস্তকের লাগামহীন ভুলের কথা। যদি কাউকে বলা হয়, জানুয়ারির প্রথম দিন বই দিলে বইয়ে ভুল থাকতে পারে, তবে যদি দুমাস পরে অর্থাৎ মার্চের দিকে দেওয়া হয়, তাহলে শুদ্ধতার নিশ্চয়তা আছে। কোনটা করব? আমরা নিশ্চিত, সমস্বরে প্রত্যুত্তর আসবে– মার্চ আর জুন জুলাই বলে কথা নয়, যখন পারেন বই দেন, তবু শুদ্ধটা দেন। ভুলভাল নয়। তার মানে মানুষ জানুয়ারির প্রথমদিন বই পাওয়ার চেয়ে শুদ্ধ বই পাওয়ার জন্যই বেশি ব্যাকুল। এই সুযোগে দেরিতে বই দেওয়া হবে, সেটা সমর্থন নয়। বই জানুয়ারির প্রথম দিনই দেওয়া হোক, তবে অবশ্যই যেন সেটা নির্ভুল হয়। একটা শিশু তার শিক্ষাজীবন শুরু করবে যে বইটির মাধ্যমে, সেখানেই যদি ভুল থাকে, যদি জেনেশুনে একটা শিশুর হাতে আমরা অশুদ্ধ জিনিস তুলে দিই, তাহলে জাতি হিসেবে কি আমাদের মাথা কাটা যায় না? আরও বড় ব্যাপার হচ্ছে, পাঠ্যপুস্তকের লেখাগুলো হঠাৎ করেই মঙ্গল গ্রহ থেকে চলে আসেনি যে, ভুল-শুদ্ধ বোঝার ক্ষমতা কারো থাকবে না। যারা দায়িত্বে আছেন, তারা বোঝেন কোনটা ভুল, কোনটা শুদ্ধ। তাহলে ভুল থাকে কী করে? অভিযোগ উঠেছে, যত সংযোজন-বিয়োজন করা হচ্ছে, ততই নাকি বাড়ছে ভুলের সংখ্যা। তাহলে কি জেনেশুনেই ভুলটা পরিবেশন করা হচ্ছে? আর সংযোজন-বিয়োজনেরই বা কী দরকার? 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' এই লাইনটাকে 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে' বানানোর মধ্যে কৃতিত্বটা কোথায়? আর যারা লাইন বিকৃতির এই দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তারা নিজেরাও তো বোধহয় এই কবিতা পড়েই বড় হয়েছেন। তাহলে এতদিন ধরে যদি কবিতাটা একইভাবে থাকতে পারে, এখন এসে কেন বদলে যেতে হবে? কাজী নজরুল ইসলামের 'সংকল্প' কবিতায়ও আনা হয়েছে অন্যায়-পরিবর্তন। 'পাতাল ফেড়ে নামব আমি'কে বানানো হয়েছে 'পাতাল ফেড়ে নামব নিচে'। কেন? যারা এই পরিবর্তনটা এনেছেন, তারা কি কাজী নজরুল ইসলামের চেয়েও বড় কবি হয়ে গেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে নজরুলের কবিতা রাখারই বা দরকার কী! আপনারা আপনাদের নিজেদের কবিতা সংযোজন করুন। আমি পত্রিকার সাহিত্যপাতাগুলোর সম্পাদকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, যদি কোনো গল্প বা কবিতা পছন্দ না হয়, তাহলে তারা সেটি ছাপা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ছাপবেন আবার নিজেরা সংযোজন-বিয়োজন করবেন, এমনটা তারা করেন না। পত্রিকার একটা লেখা ক্ষণস্থায়ী। এই লেখার ব্যাপারে যদি সম্পাদকদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, তাহলে পাঠ্যবইয়ের লেখা সংযোজন-বিয়োজন তারা কোন যুক্তিতে করেন? মানলাম তারা 'ভালো কিছু' করার জন্যই এমন সংযোজন-বিয়োজন আর পরিবর্তন এনেছেন। কিন্তু সাল-তারিখে পরিবর্তন আনার অধিকার নিশ্চয়ই কারো নেই। অথচ এই অনধিকার চর্চাটাও করা হয়েছে। কান্তজির মন্দির নির্মিত হয়েছে ১৭৫২ সালে। অথচ লেখা হয়েছে ১৯৫২ সালে। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মতারিখ ২৪ মে। কিন্তু বইয়ে লেখা হয়েছে ২৫ মে। এমন আজগুবি পরিবর্তনের যুক্তি কোথায়? আর এটাকে ভুল বলব কোন দৃষ্টিকোণ থেকে? বইমেলায় যেসব উপন্যাস-গল্পের বই প্রকাশিত হয়, সেগুলোর প্রুফও দেখা হয় একাধিকবার। ফলে বড় কোনো ভুল থাকার সুযোগ থাকে না। তাহলে কি পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপির কোনো প্রুফই দেখা হয় না? যদি তাই হয়, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি প্রুফ দেখা হয়ে থাকে, তাহলে কীভাবে এই ভুলগুলো থাকে, সেটা যতদিন পর্যন্ত না খুঁজে বের করা যাবে, ততদিন এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর পর আসে সম্পাদনার প্রসঙ্গ। তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় 'আমাদের জাতির পিতা' শীর্ষক লেখায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মায়ের নাম লেখা হয়েছে সায়েরা বেগম। অথচ এটা হবে সায়েরা খাতুন। ধরে নিলাম এটা ঠিক করা প্রুফ রিডারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু সম্পাদকের দায়িত্বের মধ্যেও কি পড়ে না? সম্পাদক যদি বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম না জানেন, কারো কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে তো জানতে পারতেন। কেন তিনি বা তারা এটা করেননি? অভিযোগ উঠেছে, দিন দিন পাঠ্যবইয়ের ছবির মান কেবল খারাপই হচ্ছে। অথচ দিন দিন ভালো হওয়ার কথা ছিল। যেহেতু অনেক ছেলেমেয়ে এখন আর্টের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। অনেকে পেশা হিসেবেই নিয়ে নিচ্ছে আর্টকে। তার মানে আমাদের শিল্পীর অভাব নেই। তাহলে ছবির মান কেন খারাপ হবে? কেন প্রথম দেখায় চেনা যাবে না কী আঁকা হয়েছে? তাহলে কি যোগ্য লোককে বাদ দিয়ে অযোগ্য লোকদের দিয়ে ছবি আঁকানো হচ্ছে? কিন্তু কেন? শিশুরা বই পড়ে নতুন নতুন জিনিস জানবে– এটা আমাদের সবার চাওয়া। কিন্তু আজগুবি আর অবাস্তব জিনিস জানবে, এটা নিশ্চয়ই কারো চাওয়া হতে পারে না। ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তকগুলো শিশুদের আজগুবি জিনিসই জানাচ্ছে। জানাচ্ছে ছাগল গাছে ওঠে। এগুলো আসলে ক্ষমার অযোগ্য ভুল। এই ভুলগুলোর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলেই কেবল পরবর্তী সময়ে নির্ভুল কাজ হবে। আর দায়সারা শাস্তি দিলে কিংবা মৌখিকভাবে শাসালে এই ভুলের হাত থেকে এই প্রজন্ম কখনই রক্ষা পাবে না। আর ভুল পড়ে ভুল জেনে যে প্রজন্ম বেড়ে উঠবে, তাদের দ্বারা দেশ-জাতি কোনোদিনই উপকৃত হবে না। তাই এই ভুল শুধু ভুল নয়, এই ভুল এক বা একাধিক প্রজন্মকে ভুল পথে ঠেলে দেওয়ার পাঁয়তারা। পাঠ্যবইয়ের এই মাত্রাতিরিক্ত ভুল-ত্রুটি নিয়ে বিভিন্ন মহল কথা বলেছে, বলছে, যা অত্যন্ত ভালো লক্ষণ। তবে কদিন আগে ছাত্র ইউনিয়ন রাস্তায় নেমেছিল এই ভুল-ত্রুটির প্রতিবাদে। লজ্জাজনক হলেও সত্য, তাদের ব্যানারে 'ভুল' বানানটিও ভুল ছিল। অথচ ব্যানারটি যারা বহন করছিল, তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত। তাহলে কি সরিষার ভেতরেই সব ভূত! প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন– 'পাঠ্যবইয়ের সব ভুল-ত্রুটি ঠিক করে সংশোধনী দেওয়া হবে। এ জন্য একটি কমিটি কাজ করছে।' তিনি আরও বলেছেন– 'বইয়ের মান কতটা খারাপ হয়েছে, কেন খারাপ হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি ভালো করার সব চেষ্টা করা হবে।

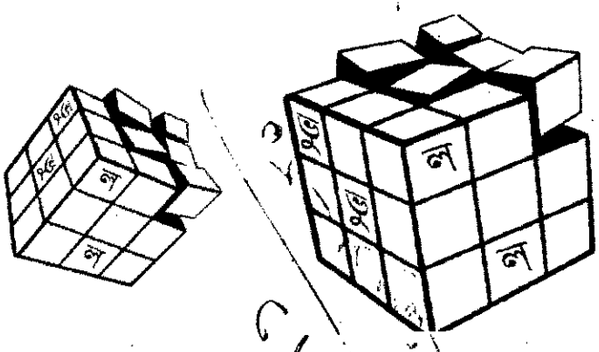

আগামী বছর আর ভুল-ত্রুটি থাকবে না।' আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের কথা বিশ্বাস করতে চাই। আর বিশ্বাস করেই অপেক্ষা করতে চাই আগামী বছরের জন্য। আশা করি তিনি আমাদের বিশ্বাস রক্ষা করবেন। আর ভুল পড়া, ভুল জানা থেকে মুক্তি দেবেন আমাদের আগামী প্রজন্মকে।

❑ **ইকবাল খন্দকার**, কথাসাহিত্যিক ও টিভি উপস্থাপক
iqbalkhondokar@yahoo.com